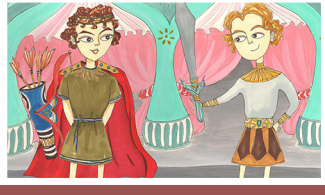


দাউদ এবং গোলিয়াথ



54Page

বক্তা: পলেষ্টীয় যোদ্ধা, গোলিয়াথকে পরাজিত করার পরে রাজা শৌল দাউদকে প্রাসাদে থাকার জন্য ডেকে এনেছিল। রাজা শৌলের একটি ছেলে ছিল যোনাথন। যোনাথন সাহসী ছিল এবং সে দাউদকে খুব খুব পছন্দ করত।

যোনাথন এবং দাউদ শুরু থেকেই খুব ভাল বন্ধু হয়ে গেল।
যোনাথন দায়ুদকে বলেছিল:

যোনাথন: "আমার বন্ধু দাউদ, এখন থেকে তুমি আমার প্রিয় বন্ধু হবে। দয়া করে, এই উপহারটি নাও!"

বক্তা: যোনাথন তার সবচেয়ে মূল্যবান রাজপুত্রের পোশাকটি দায়ুদকে এটি পরিধান করতে দিয়ে দিল। সে দায়ুদকে তাঁর বর্ম, তরোয়াল, তীর এবং বেল্টও দিয়ে দিল।

যোনাথন: "আস আমরা একে অপরকে ঈশ্বরের ভালবাসার সাথে ভালবাসি এবং আস আমরা একে অপরকে কোনও ভাবেই ক্ষতি করব না!"

দাউদ: হ্যা, চল!"

বক্তা: যোনাথন এবং দাউদ একে অপরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা একে অপরের সর্বাধিক বন্ধু হবে। বন্ধু হিসাবে, দাউদ এবং যোনাথন একে অপরকে ভালবাসত এবং নিজেদের যত্ন নিত।



55Page

বক্তা: একদিন রাজা শৌল দায়ুদের সাথে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিল। রাস্তায় লোকেরা তাদের প্রশংসা গান করছিল।

লোকেরা: "রাজা শৌল হাজার হাজার হত্যা করেছেন, কিন্তু দায়ুদ দশ হাজার মানুষকে হত্যা করেছেন!"

বক্তা: রাজা শৌল খুব রেগে গেল।

শৌল: 'দেখে মনে হচ্ছে লোকেরা বুদ্ধিমান ও সাহসী দাউদকে সমর্থন করে। আমার কি করা উচিত? আমার পরে যদি দায়ুদ রাজা হয়ে যায়? এটা করবে না! ইস্রায়েলের রাজা কেবল আমিই হতে পারি! আমার ছেলে যোনাথন আমার পরে অবশ্যই সিংহাসনে বসবে!'



56Page

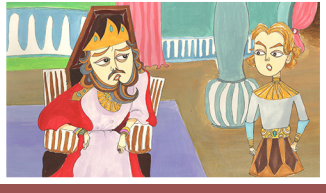
বক্তা: রাজা শৌল যখনই হতাশ হতেন, তখন দায়ুদ বীণা বাজত এবং গান করত। তখন রাজা শৌল সবসময় নিজেকে ভাল বলে মনে করত। কিন্তু এবার, রাজা শৌল তাঁর একটি গানের সময় দায়ুদের দিকে একটি বর্শা নিক্ষেপ করল। দাউদ তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে নিজের প্রান বাঁচাল।

দাউদ: 'রাজা শৌল কেন আমার সাথে এমন করল?'

বক্তা: রাজা শৌল কেন তাকে ঘৃণা করছিল তা দায়ুদ জানত না। রাজা শৌল রেগে গিয়েছিল কারণ লোকেরা দায়ুদকে তার চেয়ে



57Page



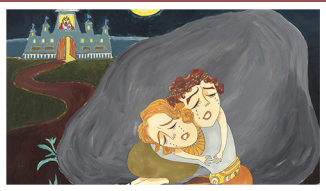
58Page



59Page



60Page



61Page

বেশি পছন্দ করছিল। সে দায়ুদকে আরও ঘৃণা করতে লাগল।

বক্তাঃ রাজা শৌল দায়ুদকে হত্যা করতে চেয়েছিল। যোনাথন, সে এটি জানত, সে দায়ুদের জন্য উদ্বিগ্ন ছিল।

তাই, সে তার বাবা, রাজা শৌলের সাথে কথা বলার জন্য সাহস করল।

যোনাথনঃ “বাবা তুমি আমার বন্ধুকে কেন মারতে চাইছ? দায়ুদ গোলিয়াথের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং তাকে পরাজিত করেছিল, তাই না? সে একজন সাহসী ও বিশ্বস্ত দাস”

বক্তাঃ রাজা শৌল লজ্জা পেয়ে গেল। সুতরাং, তিনি যোনাথনকে প্রতিশ্রুতি দিল।
শৌলঃ তুমি ঠিক. আমি কখনও দাউদকে হত্যা করব না”।

বক্তাঃ কিন্তু একদিন দায়ুদ বীণ বাজাচ্ছিলেন, তখন রাজা শৌল আবার তাঁর দিকে বর্শা ছুঁড়ে মারলেন। রাতে দায়ুদ পালিয়ে গেল। রাজা শৌল বুঝতে পারলেন যে দায়ুদ পালিয়ে গেছে।

শৌলঃ “দাউদ কোথায়?”

দাসঃ “সে দূরে কোথাও পালিয়ে গেছে”।

বক্তাঃ রাজা শৌল যোনাথনকে দায়ুদকে সাহায্য করা পছন্দ করেন নি, তাই তিনি খুব রেগে গেলেন। ক্রোধে রাজা শৌল তাঁর সৈন্যদের দায়ুদের অনুসরণ করতে বললেন।

শৌলঃ দাউদ কোথায়? তার পিছনে যাও এবং এফুনি তাকে ফিরিয়ে আন! আমি অবশ্যই তাকে হত্যা করব!”

বক্তাঃ রাজা শৌল যখন দায়ুদকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছিল, তখন যোনাথন দায়ুদকে একটি বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রাখল।

দাউদঃ যোনাথন, তোমার বাবা, রাজা শৌল কেন আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছেন? আমি কি ভুল করেছি?”

যোনাথনঃ “দায়ুদ, তুমি মারা যাবে না। আমার বাবা যদি তোমাকে হত্যার চেষ্টা করে তবে আমি তোমাকে পালাতে সহায়তা করব ””।

বক্তাঃ রাজা শৌল দায়ুদকে যতই ঘৃণা করুক, তা সত্ত্বেও দায়ুদ যোনাথনকে কখনও ঘৃণা করে নি। যোনাথন দায়ুদের সাথে গোপনে এক জায়গায় চলে গেল। সে দাউদকে বলল।

যোনাথনঃ “দাউদ, আমার ধারণা আমার বাবা সত্যিই তোমাকে হত্যার চেষ্টা করছেন। তোমাকে অবশ্যই পালাতে হবে।”

বক্তাঃ দায়ুদ এবং যোনাথন একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল। তাদের একে অপরের থেকে বিদায় নেওয়ার সময় হয়ে এসেছিল। তবে দুজনেই একে অপরের সর্বাধিক বন্ধু হিসাবে থাকল।